দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৩৯৪

05 FEB 1988

4 কলাম 1

017

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে না কাদের স্বার্থে ?

মাত্র দেড় ঘন্টার ব্যবধানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা এবং বন্ধ রাখার ব্যাপারে দুটো পরস্পরবিরোধী নির্দেশ জারি করা হয়। প্রথম নির্দেশের ফলে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় ক্লাস এবং পরীক্ষা শুরু হবার ব্যাপারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে আশাবাদ দেখা দিয়েছিল দ্বিতীয় নির্দেশে তা আবারো উবে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত কোর্স শেষ করে পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করতে চায়। যে কারণই প্রদর্শন করা হোক, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে, তাদের স্বার্থকেই জলাঞ্জলি দেয়া হলো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মহল এখন দুটো গ্রুপে বিভক্ত। এক গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য লেখাপড়া পুনরায় শুরু করার পক্ষপাতী। অন্যটি নিজেদের স্বার্থ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভিসি-র সর্বশেষ নির্দেশ তাদের স্বার্থই রক্ষা করেছে।

সরকারী নির্দেশে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক মাস আগে খুলে গেলেও ব্যতিক্রম শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ৯ই জানুয়ারী ঐ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা থাকলেও উপাচার্যের নির্দেশে তা বাতিল করে দেয়া হয়। সরকারী নির্দেশ ছাড়াও কেবল ভিসি-র ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা-বন্ধের ব্যাপারটি গণতন্ত্র, সমষ্টিগত বিবেচনাবোধ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট-এর পরিপন্থী। দুর্ভাগ্যক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এ নীতিই অনুসৃত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় খুললে বিভিন্ন হল থেকে উচ্ছেদ হওয়া একটি বিশেষ মস্তান চক্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের জিজ্ঞাসা,—এদের পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা ছাড়া কি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে না ? সশস্ত্র দুর্বৃত্ত এবং মস্তানদের জায়গা আর যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারেনা। গত এক বছর যে সশস্ত্র গোষ্ঠিটি বিশ্ববিদ্যালয় 'দখল' করে রেখেছিল তারা এবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এই চক্রের সাথে কর্তৃপক্ষের একটা যোগাযোগ রয়েছে বলে পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। এদের ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে না চাওয়ায় কি সেই অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণিত হয় না ? উপাচার্য মহোদয় এক মাস যাবৎ ক্যাম্পাসে যাচ্ছেন না। তিনি চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করছেন। শিবিরপন্থী অস্ত্রধারীরাও মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উৎখাত হয়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছে। উপাচার্য কি তাদের না নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরবেন না বলে মনস্থ করেছেন ? উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকরা দায়িত্ব পরিত্যাগের অভিযোগে তার পদচ্যুতির দাবী তুলেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বন্ধ থাকার জন্য ৬ই জানুয়ারীর ঘটনাকে দায়ী করা হয়। ৬ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন গুলীবিদ্ধ এবং আহত হয়। ঐ দিনের ঘটনায় "বহিরাগতরা" বিশ্ববিদ্যালয় দখল করেছে, নাকি পূর্বতন সশস্ত্র ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ক্যাম্পাস মুক্ত হয়েছে সে বিতর্কে আমরা যেতে চাই না। বহিরাগতরা হলে আশ্রয় নিয়ে থাকলে তাদের বহিষ্কার করার ব্যাপারে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমান 'দখলদারদের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নামে অতীতের দখলদার দুর্বৃত্তদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ ন্যায়নীতি, নিরপেক্ষতার পরিচায়ক নয়।

আসলে ৬ই জানুয়ারীর ঘটনা ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বরের ঘটনারই অনিবার্য পরিণতি। ৬ই জানুয়ারীর ঘটনা তদন্ত ও পর্যালোচনার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তাদের প্রতিবেদনেও একথা স্বীকার করা হয়েছে। ২৬শে নভেম্বরে ইসলামী ছাত্র শিবির প্রায় ৩০০ সশস্ত্র বহিরাগতের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নেয়। তাদের হাতে আহত হয় অনেক নিরীহ ছাত্র। সময়মত ঐসব সশস্ত্র দুর্বৃত্ত-দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ৬ই জানুয়ারী এবং বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হতো না। আমরা হিংসা এবং পাল্টা হিংসা কোনটা সমর্থন না করলেও হিংসায় হিংসা আনে, এই ইতিহাসের শিক্ষাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

দুর্ভাগ্যক্রমে উপাচার্যের বর্তমান কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবর্তে চিহ্নিত শিবিরপন্থীদের স্বার্থকেই রক্ষা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবীতে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া (১লা ফেব্রুয়ারী) এবং শিবিরপন্থীরা সিণ্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠান করতে না দিলেও (২৫শে জানুয়ারী) নিস্পৃহ থাকায় এটা প্রমাণিত হয়।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী যে ন্যায্য সিণ্ডিকেট, শিক্ষক সমিতির মতামতেও তা প্রতিফলিত হয়।

আমরা মনে করি বিশেষ কোন মহল নয়, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আর তাই অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী অন্যায্য হতে পারে না। ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে না পারার দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। এ জন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মাসের পর মাস বিঘ্নিত করা যায় না।

বিশেষ কোন গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের চিন্তা না করে যদি নিরপেক্ষভাবে এবং কঠোরতার সাথে সকলের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্যম নেয়া হয় তাহলে ক্যাম্পাসে উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনা কঠিন হওয়ার কথা নয়। ইতিমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক মূল্যবান সময় বিনা দোষে নষ্ট করা হয়েছে। আমরা আশা করব, আর বিলম্ব না করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে।